রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১৮

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য উপস্থাপন শীর্ষক

সংবাদ সম্মেলন

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (২৫ জুলাই, ২০১৮)

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী আগামী ৩০ জুলাই ২০১৮, একই দিনে রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তফসিল অনুযায়ী গত ২৮ জুন পর্যন্ড় মনোনয়নপত্র দাখিল; ১ ও ২ জুলাই মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই; ৯ জুলাই পর্যন্ড় প্রার্থিতা প্রত্যাহার এবং প্রতীক বরাদ্দ ১০ জুলাই ২০১৮ সম্পন্ন হয়েছে এবং পুরোদমে নির্বাচনী প্রচারণা শুর" হয়েছে।

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩,১৮,১৩৮ জন; পুর"ষ ভোটার: ১,৫৬,০৮৫ জন এবং নারী ভোটার: ১,৬২,০৫৩ জন। মোট ওয়ার্ডের সংখ্যা ৩০টি। এই সিটিতে মেয়র পদে ৬ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১৭০ জন এবং সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে ৫২ জন অর্থাৎ ৩টি পদে সর্বমোট ২২৮ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও চূড়ান্ড়ভাবে মেয়র পদে ৫ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১৬০ জন এবং সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে ৫২ জন; সর্বমোট ২১৭ জন প্রার্থী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে ৫২ জন ছাড়াও মোসাঃ নূর"ন্নাহার বেগম ২৫ নং ওয়ার্ডে সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় সর্বমোট নারী প্রার্থীর সংখ্যা দাড়িয়েছে ৫৩ জনে।

বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে মোট ভোটার সংখ্যা ২,৪২,১৬৬ জন; পুর"ষ ভোটার: ১,২১,৪৩৬ জন এবং নারী ভোটার: ১,২০,৭৩০ জন। মোট ওয়ার্ডের সংখ্যা ৩০টি। মেয়র পদে ৮ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১১৪ জন এবং সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে ৩৮ জন অর্থাৎ ৩টি পদে সর্বমোট ১৬০ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও চূড়ান্ড়ভাবে মেয়র পদে ৭ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ৯৪ জন এবং সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে ৩৫ জন; সর্বমোট ১৬০ জন প্রার্থী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে ৩৫ জন ছাড়াও মেয়র পদে মনিষা চক্রবর্ত্তীসহ ৩নং ওয়ার্ড থেকে হালিমা বেগম নামের একজন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় বরিশালে সর্বমোট নারী প্রার্থীর সংখ্যা দাড়িয়েছে ৩৭ জনে। অপরদিকে প্রার্থীদের মধ্যে সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ৩ জন এবং সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে ১ জন বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতরা হলেন, ১৫ নং ওয়ার্ডের জনাব লিয়াকত হোসেন খান, ১৬ নং ওয়ার্ডের মোঃ মোশারেফ আলী খান এবং ১৯ নং ওয়ার্ডের গাজী নাঈমুল হোসেন লিটু। সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন ৪ নং ওয়ার্ডের জনাব আয়শা তৌহিদ লুনা।

সিলেট সিটি কর্পোরেশনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩,২১,৭৩২ জন; পুর"ষ ভোটার: ১,৭১,৪৪৪ জন এবং নারী ভোটার: ১,৫০,২৮৮ জন। মোট ওয়ার্ডের সংখ্যা ২৭টি। মেয়র পদে ৯ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১৩৭ জন এবং সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে ৬৩ জন অর্থাৎ ৩টি পদে সর্বমোট ২০৯ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও চূড়ান্ড়ভাবে মেয়র পদে ৭ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১২৭ জন এবং সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে ৬২ জন; সর্বমোট ১৯৬ জন প্রার্থী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে ৬২ জন ছাড়াও মিসেস নিলুফা সুলতানা চৌধুরী পপি ৫ নং ওয়ার্ড থেকে সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় সর্বমোট নারী প্রার্থী সংখ্যা দাড়িয়েছে ৬৩ জনে। সিলেট সিটি কর্পোরেশনেও একজন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি হলেন, ২০ নং ওয়ার্ডের জনাব আজাদুর রহমান আজাদ।

তিনটি সিটি কর্পোরেশনের মোট প্রার্থী সংখ্যার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, মেয়র পদে মোট ১৯ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ৩৮১ জন এবং সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে ১৪৯ জন; সর্বমোট ৫৪৯ জন এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

আমরা জানি যে, নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে ৭ ধরনের তথ্য রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করেছেন। আমরা **'সুজন'**-এর উদ্যোগে প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্যসমূহ কেন্দ্রীয়ভাবে বিশেণ্ডষণ করেছি। আজকের সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আমরা গণমাধ্যমের সহযোগিতায় তথ্যের বিশেণ্ডষণগুলো জনগণের কাছে তুলে ধরতে চাই। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কী ধরনের প্রার্থীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, সে সম্পর্কে ভোটাররা ধারণা পাবেন এবং ভোটারদের মধ্যে সংশিণ্ডষ্ট সকল প্রার্থী সম্পর্কে বিস্ড়ারিত জানার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। একইসঙ্গে প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগেও আগ্রহী হবেন তারা। উলেণ্ডখ্য, মেয়র, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে সর্বমোট ৫৪৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও আমরা ৫৪৮ জনের তথ্যের বিশেণ্ডষণ আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে তুলে ধরছি। কেননা সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সংরক্ষিত ১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী কোহিনুর ইয়াসমিনের তথ্য পাওয়া যায়নি। তার হলফনামা ও আয়কর বিবরণীর স্থলে একই ওয়ার্ডের আর একজন প্রার্থী দিলর"বা ইসলামের হলফনামা ও আয়কর বিবরণী সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ফলে সিলেটের সংরক্ষিত আসনের ৬২ জন প্রার্থীর স্থলে ৬১ জনের এবং মোট ১৯৬ জন প্রার্থীর স্থলে ১৯৫ জনের তথ্যের বিশেণ্ডষণ করা হয়েছে।

আসন্ন সিটি করপোরেশন নির্বাচনে তিনটি সিটি থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সকল মেয়র, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদপ্রার্থীদের তথ্যের বিশেণ্ডষণ তুলে ধরার পাশাপাশি আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী যে সকল মেয়র প্রার্থী ২০০৮ ও ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত সিটি

কর্পোরেশন বা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন, তাদের আয়, সম্পদ, নিট সম্পদ ইত্যাদির হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্রও আমরা আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপন করছি।

১. শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ

সিটি	পদ	এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
রাজশাহী	মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩ ৬০%	২ ৪০%	০ ০%	৫ ১০০%	
	ওয়ার্ড কাউন্সিলর	৬৫ ৪০.৬২%	১৯ ১১.৮৭%	৩৪ ২১.২৫%	২৭ ১৬.৮৭%	১৩ ৮.১২%	২ ১.২৫%	১৬০ ১০০%	
	মহিলা কাউন্সিলর	২৫ ৪৮.০৭%	৬ ১১.৫৩%	১০ ১৯.২৩%	৩ ৫.৭৬%	৭ ১৩.৪৬%	১ ১.৯২%	৫২ ১০০%	
	মোট	**৯০ ৪১.৪৭%**	**২৫ ১১.৫২%**	**৪৪ ২০.২৭%**	**৩৩ ১৫.২০%**	**২২ ১০.১৩%**	**৩ ১.৩৮%**	**২১৭ ১০০%**	
বরিশাল	মেয়র	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	৪ ৫৭.১৪%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	৭ ১০০%	
	ওয়ার্ড কাউন্সিলর	৩৩ ৩৫.১০%	১৭ ১৮.০৮%	২০ ২১.১৭%	১৪ ১৪.৮৯%	৯ ৯.৫৭%	১ ১.০৬%	৯৪ ১০০%	
	মহিলা কাউন্সিলর	১৬ ৪৫.৭১%	৯ ২৫.৭১%	২ ৫.৭১%	৫ ১৪.২৮%	৩ ৮.৫৭%	০ ০%	৩৫ ১০০%	
	মোট	**৫০ ৩৬.৭৬%**	**২৭ ১৯.৮৫%**	**২২ ১৬.১৭%**	**২৩ ১৬.৯১%**	**১৩ ৯.৫৫%**	**১ ০.৭৩%**	**১৩৬ ১০০%**	
সিলেট	মেয়র	২ ২৮.৫৭%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	২ ২৮.৫৭%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	৭ ১০০%	
	ওয়ার্ড কাউন্সিলর	৬০ ৪৭.২৪%	২২ ১৭.৩২%	১৭ ১৩.৩৮%	২০ ১৫.৭৪%	৭ ৫.৫১%	১ ০.৭৮%	১২৭ ১০০%	
	মহিলা কাউন্সিলর	৩৬ ৫৯.০১%	৫ ৮.১৯%	৬ ৯.৮৩%	৮ ১৩.১১%	৪ ৬.৫৫%	২ ৩.২৭%	৬১ ১০০%	
	মোট	**৯৮ ৫০.২৫%**	**২৮ ১৪.৩৫%**	**২৪ ১২.৩০%**	**৩০ ১৫.৩৮%**	**১২ ৬.১৫%**	**৩ ১.৫৩%**	**১৯৫ ১০০%**	
সর্বমোট		**২৩৮ ৪৩.৪৩%**	**৮০ ১৪.৫৯%**	**৯০ ১৬.৪২%**	**৮৬ ১৫.৬৯%**	**৪৭ ৮.৫৭%**	**৭ ১.২৭%**	**৫৪৮ ১০০%**	

রাজশাহীঃ

- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ৫ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ২ জনের (৪০%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর এবং ৩ জনের (৬০%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক। স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল (এম এস এস; এল এল বি) ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মোঃ শফিকুল ইসলাম (এম এস এস)। স্নাতক ডিগ্রীধারীরা হলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন (বি এ অনার্স; এল এল বি), বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির প্রার্থী মোঃ হাবিবুর রহমান (স্নাতক-বি কম) এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মোঃ মুরাদ মোর্শেদ (ব্যাচেলর অফ ল)।
- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মোট ৩০ টি সাধারণ ওয়ার্ডের ১৬০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৬৫ জনের (৪০.৬২%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নীচে, ১৯ জনের (১১.৮৭%) এসএসসি এবং ৩৪ (২১.২৫%) জনের এইচএসসি। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ২৭ (১৬.৮৭%) ও ১৩ জন (৮.১২%)। ২ জন (১.২৫%) সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি।

- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মোট ১০টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৫২ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে এসএসসি'র কম শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীর সংখ্যা ২৫ জন (৪৮.০৭%), ৯ জনের (১০.৭১%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি এবং ১০ জনের (১৯.২৩%) এইচএসসি। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩ জন (৫.৭৬%) ও ৭ জন (১৩.৪৬%)। ১ জন (১.৯২%) সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি।

- বিশেণ্ডষণে দেখা যায় যে, সর্বমোট ২১৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ১১৫ জন বা ৫২.৯৯%-এর শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা তাঁর নীচে। পক্ষান্ড়রে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ৫৫ জন (২৫.৩৪%)। পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ৪১.৪৭% (৯০ জন) প্রার্থী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ ি অতিক্রম করেননি। যে ৩ জন প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি, তাদেরসহ হিসাব করলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ ি না পের নো প্রার্থীর শতকরা হার দাঁড়ায় ৪২.৮৫% (৯৩ জন)। মেয়র প্রার্থীদের সকলেই উচ্চ শিক্ষিত হলেও সকল প্রার্থীর মধ্যে উলেণ্ডখযোগ্য সংখ্যক অংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ ি না পের নো।

বরিশাল:

- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ১ জনের (১৪.২৮%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর, ৪ জনের (৫৭.১৪%) শিক্ষাগত যোগ্যতা াতক, ১ জনের এস এস সি (১৪.২৮%) এবং ১ জন (১৪.২৮%) স্বশিক্ষিত। স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী হলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী ওবাইদুর রহমান মাহাবুব (দাওরা হাদীস)। স্নাতক ডিগ্রীধারীরা হলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মোঃ মজিবর রহমান সরওয়ার (এল এল বি), জাতীয় পার্টির প্রার্থী মোঃ ইকবাল হোসেন (বি এস সি), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী আবুল কালাম আজাদ (বি এ; এল এল বি) এবং বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের প্রার্থী মনীষা চক্রবর্ত্তী (এম বি বি এস)। অপর দুজনের মধে স্বতন্ত্র প্রার্থী বশীর আহমেদ ঝুনু এস এস সি এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুলণ্ডাহ স্বশিক্ষিত।

- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মোট ৩০ টি সাধারণ ওয়ার্ডের ৯৪ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৩৩ জনের (৩৫.১০%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নীচে, ১৭ জনের (১৮.০৮%) এসএসসি এবং ২০ (২১.১৭%) জনের এইচএসসি। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ১৪ (১৪.৮৯%) ও ৯ জন (৯.৫৭%)। ১ জন (১.০৬%) সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি।

- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মোট ১০টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৩৫ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে এসএসসি'র কম শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীর সংখ্যা ১৬ জন (৪৫.৭১%), ৯ জনের (২৫.৭১%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি এবং ২ জনের (৫.৭১%) এইচএসসি। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ৫ জন (১৪.২৮%) ও ৩ জন (৮.৫৭%)।

- বিশেণ্ডষণে দেখা যায় যে, সর্বমোট ১৩৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ৭৭ জন বা ৫৬.৬১%-এর শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা তাঁর নীচে। পক্ষান্ড়রে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ৩৬ জন (২৬.৪৭%)। পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ৩৬.৭৬% (৫০ জন) প্রার্থী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ ি অতিক্রম করেননি। যে ১ জন প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি, তাকেসহ হিসাব করলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ ি না পের নো প্রার্থীর শতকরা হার দাঁড়ায় ৩৭.৫০% (৫১ জন)। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই (৭১.৪২%) উচ্চ শিক্ষিত হলেও সকল প্রার্থীর মধ্যে উলেণ্ডখযোগ্য সংখ্যক অংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ ি না পের নো।

সিলেট:

- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ১ জনের (১৪.২৮%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর, ২ জনের (২৮.৫৭%) াতক, ১ জনের এইচ এস সি (১৪.২৮%), ১ জনের এস এস সি (১৪.২৮%) এবং ২ জন (২৮.৫৭%) স্বশিক্ষিত। স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী হলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী ডাঃ মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান (ডি এফ এম)। স্নাতক ডিগ্রীধারীরা হলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী এহসানুল মাহবুব জুবায়ের (এল এল বি) ও মোঃ বদর জ্জামান সেলিম। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী বদর উদ্দীন আহমেদ কামরানের শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ এস সি ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মোঃ এহছানুল হক তাহেরের এস এস সি। স্বশিক্ষিত দুইজন হলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের প্রার্থী মোঃ আবু জাফর।

- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মোট ২৭টি সাধারণ ওয়ার্ডের ১২৭ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৬০ জনের (৪৭.২৪%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নীচে, ২২ জনের (১৭.৩২%) এসএসসি এবং ১৭ জনের (১৩.৩৮%) এইচএসসি। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ২০ (১৫.৭৪%) ও ৭ জন (৫.৫১%)। ১ জন (০.৭৮%) সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি।

- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মোট ৯টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৬১ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে এসএসসি'র কম শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীর সংখ্যা ৩৬ জন (৫৯.০১%), ৫ জনের (৮.১৯%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি এবং ৬ জনের (৯.৮৩%) এইচএসসি। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ৮ জন (১৩.১১%) ও ৪ জন (৬.৫৫%)। ২ জন (৩.২৭%) প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি।

- বিশেণ্ডষণে দেখা যায় যে, সর্বমোট ১৯৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ১২৬ জন বা ৬৪.৬১%-এর শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা তাঁর নীচে। পক্ষান্ড়রে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ৪২ জন (২১.৫৩%)। পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে যে, প্রায় অর্ধেক প্রার্থী (৫০.২৫% বা ৯৮ জন) প্রার্থী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ ি অতিক্রম করেননি। যে ৩ জন প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি, তাদেরসহ হিসাব করলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ ি না পের ানো প্রার্থীর শতকরা হার দাঁড়ায় ৫১.২৮% (১০১ জন)।
- তিন সিটি মিলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ ি না পের ানো প্রার্থীর হার ৪৪.৭০% (৫৪৮ জনের মধ্যে ২৪৫ জন)। অপরদিকে উচ্চ শিক্ষিতের ২৪.২৭% (৫৪৮ জনের মধ্যে ১৩৩ জন)।
- তিন সিটির মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার বরিশালে (২৬.৪৭%) এবং স্বল্প শিক্ষিতের হার সিলেটে বেশী (৫১.৭৯%)।

২. পেশা সংক্রান্ড় তথ্যঃ

সিটি	পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উলেণ্ডখ নেই	মোট	মন্ড়ব্য
রাজশাহী	মেয়র	০ ০%	৩ ৬০%	০ ০%	২ ৪০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৫ ১০০%	
	কাউন্সিলর	২১ ১৩.১২%	৯৩ ৫৮.১২%	১৯ ১১.৮৭%	১ ০.৬২%	১ ০.৬২%	১০ ৬.২৫%	১৫ ৯.৩৭%	১৬০ ১০০%	
	মহিলা কাউন্সিলর	০ ০%	৯ ১৭.৩০%	২ ৩.৮৪%	০ ০%	৩২ ৬১.৫৩%	৩ ৫.৭৬%	৬ ১১.৫৩%	৫২ ১০০%	
	মোট	**২১ ৯.৬৭%**	**১০৫ ৪৮.৩৮%**	**২১ ৯.৬৭%**	**৩ ১.৩৮%**	**৩৩ ১৫.২০%**	**১৩ ৫.৯৯%**	**২১ ৯.৬৭%**	**২১৭ ১০০%**	
বরিশাল	মেয়র	০ ০%	৩ ৪২.৮৫%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	২ ২৮.৫৭%	৭ ১০০%	
	কাউন্সিলর	৪ ৪.২৫%	৬৯ ৭৩.৪০%	২ ২.১২%	৩ ৩.১৯%	১ ১.০৬%	৬ ৬.৩৮%	৯ ৯.৫৭%	৯৪ ১০০%	
	মহিলা কাউন্সিলর	০ ০%	৭ ২০%	০ ০%	০ ০%	১৮ ৫১.৪২%	১ ২.৮৫%	৯ ২৫.৭১%	৩৫ ১০০%	
	মোট	**৪ ২.৯৪%**	**৭৯ ৫৮.০৮%**	**২ ১.৪৭%**	**৪ ২.৯৪%**	**১৯ ১৩.৯৭%**	**৮ ৫.৮৮%**	**২০ ১৪.৭০%**	**১৩৬ ১০০%**	
সিলেট	মেয়র	০ ০%	৪ ৫৭.১৪%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%	
	কাউন্সিলর	**৪ ৩.১৪%**	**৯৪ ৭৪.০১%**	**৪ ৩.১৪%**	**৪ ৩.১৪%**	০ ০%	**১৪ ১১.০২%**	**৭ ৫.৫১%**	১২৭ ১০০%	
	মহিলা কাউন্সিলর	০ ০%	**৫ ৮.১৯%**	**৪ ৬.৫৫%**	**৫ ৮.১৯%**	**৩৬ ৫৯.০১%**	**১০ ১৬.৩৯%**	**১ ১.৬৩%**	৬১ ১০০%	
	মোট	**৪ ২.০৫%**	**১০৩ ৫২.৮২%**	**৯ ৪.৬১%**	**১০ ৫.১২%**	**৩৬ ১৮.৪৬%**	**২৪ ১২.৩০%**	**৯ ৪.৬১%**	**১৯৫ ১০০%**	
সর্বমোট		**২৯ ৫.২৯%**	**২৮৭ ৫২.৩৭%**	**৩২ ৫.৮৩%**	**১৭ ৩.১০%**	**৮৮ ১৬.০৫%**	**৪৫ ৮.২১%**	**৫০ ৯.১২%**	**৫৪৮ ১০০%**	

রাজশাহীঃ

- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ৫ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৩ জন (৬০%) ব্যবসায়ী এবং ২ জন (৪০%) আইনজীবি। ব্যবসা পেশার সাথে যুক্ত ৩ জন প্রার্থী হলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির প্রার্থী মোঃ হাবিবুর রহমান ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মোঃ শফিকুল ইসলাম। আইনজীবিরা হলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী এ এইচ এম খায়র ্জ্জামান লিটন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মোঃ মুরাদ মোর্শেদ।

- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মোট ৩০ টি সাধারণ ওয়ার্ডের ১৬০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে শতকরা ৫৮.১২% (৯৩ জন) ভাগের পেশাই ব্যবসা। কৃষির সাথে সম্পৃক্ত আছেন ২১ জন (১৩.১২%) করে। আইনজীবি রয়েছেন ১ জন (০.৬২%)।
- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মোট ১০টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৫২ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে সিংহভাগই (৩২ জন বা ৪৬.৪২%) গৃহিণী; পেশার ঘর পূরণ না করা ৬ জনকে সহ হিসাব করলে এই সংখ্যা দাড়ায় ৩৮ (৭৩.০৭%)। ৯ জন (১৭.৩০%) রয়েছেন ব্যবসার সাথে যুক্ত।
- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ২১৭ জন প্রার্থীর মধ্যে শতকরা ৪৮.৩৮% ভাগই (১০৫ জন) ব্যবসায়ী।
- সর্বমোট ২১ জন (৯.৬৭%) প্রার্থী পেশার ঘর পূরণ করেননি।
- বিশেণ্ঢষণে অন্যান্য নির্বাচনের মত রাজশাহীতে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনেও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বরিশাল:

- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৩ জন (৪২.৮৫%) ব্যবসায়ী, ১ জন (১৪.২৮%) আইনজীবি, ১ জন (১৪.২৮%) চিকিৎসক এবং ১ জন (১৪.২৮%) চাকুরীজীবি। ২ জন (২৮.৫৭%) পেশার ঘর পুরণ করেননি। ব্যবসা পেশার সাথে যুক্ত ৩ জন প্রার্থী হলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুলণ্ঢাহ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মোঃ মজিবর রহমান সরওয়ার ও জাতীয় পার্টির প্রার্থী মোঃ ইকবাল হোসেন। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী আবুল কালাম আজাদ আইনজীবি এবং বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের প্রার্থী মনীষা চক্রবর্ত্তী চিকিৎসক। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী ওবাইদুর রহমান মাহাবুব ও স্বতন্ত্র প্রার্থী বশীর আহমেদ ঝুনু পেশার ঘর পুরণ করেননি। ওবাইদুর রহমান মাহাবুব পেশার ঘর পূরণ না করলেও আয়ের ঘরে শিক্ষকতা থেকে আয় দেখিয়েছেন।
- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মোট ৩০ টি সাধারণ ওয়ার্ডের ৯৪ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে শতকরা ৭৩.৪০% (৬৯ জন) ভাগের পেশাই ব্যবসা। কৃষির সাথে সম্পৃক্ত আছেন ৪ জন (৪.২৫%) করে। আইনজীবি রয়েছেন ৩ জন (৩.১৯%)। ৯ জন (৯.৫৭%) পেশার ঘর পূরণ করেননি।
- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মোট ১০টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৩৫ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে সিংহভাগই (১৮ জন বা ৫১.৪২%) গৃহিণী; পেশার ঘর পূরণ না করা ৯ জনকে সহ হিসাব করলে এই সংখ্যা দাড়ায় ২৭ (৭৭.১৪%)। ৭ জন (২০%) রয়েছেন ব্যবসার সাথে যুক্ত।
- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ১৩৬ জন প্রার্থীর মধ্যে শতকরা ৫৮.৮০% ভাগই (৭৯ জন) ব্যবসায়ী।
- সর্বমোট ১৯ জন (১৩.৯৭%) প্রার্থী পেশার ঘর পূরণ করেননি।
- বিশেণ্ঢষণে অন্যান্য নির্বাচনের মত বরিশালেও সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনেও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

সিলেট:

- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৪ জন (৫৭.১৪%) ব্যবসায়ী, ১ জন (১৪.২৮%) আইনজীবি এবং ১ জন (১৪.২৮%) চাকুরীজীবি। ১ জন (১৪.২৮%) পেশার ঘরে 'রাজনৈতিক কর্মী' উলেণ্ঢখ করেছেন। ব্যবসা পেশার সাথে যুক্ত ৪ জন প্রার্থী হলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বদর উদ্দীন আহমেদ কামরান, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের আরিফুল হক চৌধুরী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মোঃ বদর"জ্জামান সেলিম ও মোঃ এহছানুল হক তাহের। স্বতন্ত্র প্রার্থী এহসানুল মাহবুব জুবায়ের আইনজীবি এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী ডাঃ মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান চাকুরীজীবি (অধ্যাপক ও চিকিৎসক)। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের প্রার্থী মোঃ আবু জাফর পেশার ঘরে 'রাজনৈতিক কর্মী' উলেণ্ঢখ করেছেন।
- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মোট ২৭টি সাধারণ ওয়ার্ডের ১২৭ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে শতকরা ৭৪.০১% (৯৪ জন) ভাগের পেশাই ব্যবসা। কৃষির সাথে সম্পৃক্ত আছেন ৪ জন (৩.১৪%) করে। আইনজীবি রয়েছেন ৪ জন (৩.১৪%)। ৭ জন (৫.৫১%) পেশার ঘর পূরণ করেননি।
- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মোট ৯টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৬১ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে সিংহভাগই (৩৬ জন বা ৫৯.০১%) গৃহিণী; পেশার ঘর পূরণ না করা ১ জনকে সহ হিসাব করলে এই সংখ্যা দাড়ায় ৩৭ (৬০.৬৫%)। ৫ জন (৮.১৯%) রয়েছেন ব্যবসার সাথে যুক্ত।
- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ১৯৫ জন প্রার্থীর মধ্যে শতকরা ৫২.৮২% ভাগই (১০৩ জন) ব্যবসায়ী।
- সর্বমোট ৯ জন (৪.৬১%) প্রার্থী পেশার ঘর পূরণ করেননি।
- বিশেণ্ঢষণে অন্যান্য নির্বাচনের মত সিলেটেও সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনেও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে।
- তিন সিটিতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ব্যবসায়ীদের হার ৫২.৩৭% (২৮৭ জন)।
- তিন সিটির মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে নির্বাচনে ব্যবসায়ীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার হার বরিশালে সবচেয়ে বেশী (৫৮.৮০%) এবং রাজশাহীতে সবচেয়ে কম (৪৮.৩৮%)।

৩. মামলা সংক্রান্ড় তথ্যঃ

সিটি	পদ	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী	মন্ড়ব্য
রাজশাহী	মেয়র	২ ৪০%	৩ ৬০%	১ ২০%	০ ০%	২ ৪০%	০ ০%	৫ ১০০%	
	কাউন্সিলর	৬২ ৩৮.৭৫%	৪০ ২৫%	২৪ ১৫%	৮ ৫%	২০ ১২.৫%	৩ ১.৮৭%	১৬০ ১০০%	
	মহিলা কাউন্সিলর	৪ ৭.৬৯%	৩ ৫.৭৬%	০ ০%	০ ০%	২ ৩.৮৪%	০ ০%	৫২ ১০০%	
	মোট	**৬৮ ৩১.৩৩%**	**৪৬ ২১.১৯%**	**২৫ ১১.৫২%**	**৮ ৩.৬৮%**	**২৪ ১১.০৫%**	**৩ ১.৩৮%**	**২১৭ ১০০%**	
বরিশাল	মেয়র	৩ ৪২.৮৫%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%	
	কাউন্সিলর	৩০ ৩১.৯১%	৪৬ ৪৮.৯৩%	০ ০%	১০ ১০.৬৩%	১৯ ২০.২১%	০ ০%	৯৪ ১০০%	
	মহিলা কাউন্সিলর	৪ ১১.৪২%	৩ ৮.৫৭%	০ ০%	০ ০%	২ ৫.৭১%	০ ০%	৩৫ ১০০%	
	মোট	**৩৭ ২৭.২০%**	**৫০ ৩৬.৭৬%**	**১ ০.৭৩%**	**১১ ৮.০৮%**	**২২ ১৬.১৭%**	**১ ০.৭৩%**	**১৩৬ ১০০%**	
সিলেট	মেয়র	৩ ৪২.৮৫%	৪ ৫৭.১৪%	২ ২৮.৫৭%	০ ০%	৩ ৪২.৮৫%	০ ০%	৭ ১০০%	
	কাউন্সিলর	**৪১ ৩২.২৮%**	**৩৫ ২৭.৫৫%**	**৭ ৫.৫১%**	**৩ ২.৩৬%**	**২২ ১৭.৩২%**	**১ ০.৭৮%**	১২৭ ১০০%	
	মহিলা কাউন্সিলর	**১ ১.৬৩%**	**৫ ৮.১৯%**	**১ ১.৬৩%**	০ ০%	**১ ১.৬৩%**	০ ০%	৬১ ১০০%	
	মোট	**৪৫ ২৩.০৭%**	**৪৪ ২২.৫৬%**	**১০ ৫.১২%**	**৩ ১.৫৩%**	**২৬ ১৩.৩৩%**	**১ ০.৫১%**	**১৯৫ ১০০%**	
সর্বমোট		**১৫০ ২৭.৩৭%**	**১৪০ ২৫.৫৪%**	**৩৬ ৬.৫৬%**	**২২ ৪.০১%**	**৭২ ১৩.১৩%**	**৫ ০.৯১%**	**৫৪৮ ১০০%**	

রাজশাহীঃ

- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ৫ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ফৌজদারি মামলা সংশিণ্ডষ্ট রয়েছেন ৩ জন (৬০%)। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুলের বির"দ্ধে বর্তমানে ১২টি মামলা রয়েছে; যার মধ্যে ১টি ৩০২ ধারার মামলা। অতীতে তার বির"দ্ধে ১টি মামলা থাকলেও, তা থেকে তিনি বেকসুর খালাস পেয়েছেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী এ এইচ এম খায়র"জ্জামান লিটনের বির"দ্ধে বর্তমানে কোনো মামলা নেই। অতীতে দুটি মামলা থাকলেও রাষ্ট্র কর্তৃক তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির প্রার্থী মোঃ হাবিবুর রহমানের বির"দ্ধে বর্তমানে ১টি মামলা রয়েছে এবং অতীতে ছিল ১টি।
- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মোট ৩০ টি সাধারণ ওয়ার্ডের ১৬০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৬২ জনের (৩৮.৭৫%) বির"দ্ধে বর্তমানে, ৪০ জনের (২৫%) বির"দ্ধে অতীতে এবং ২০ জনের (১২.৫%) উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে। ৩০২ ধারায় ২৪ জনের (১৫%) বির"দ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে, ৮ জনের (৫%) বির"দ্ধে অতীতে ছিল এবং ৩ জনের (১.৮৭%) বির"দ্ধে উভয় সময়ে আছে বা ছিল; তারা হলেন ২৮ নং ওয়ার্ডের আনছার আলী, ২৯ নং ওয়ার্ডের শাহজাহান আলী এবং ৩০ নং ওয়ার্ডের আব্দুস সামাদ।
- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মোট ১০টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৫২ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৪ জনের (৭.৬৯%) বির"দ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে এবং ৩ জনের (৫.৭৬%) বির"দ্ধে অতীতে ফৌজদারি মামলা ছিল।
- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ২১৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ৬৮ জনের (৩১.৩৩%) বির"দ্ধে বর্তমানে, ৪৬ জনের (২১.১৯%) বির"দ্ধে অতীতে এবং ২৪ জনের (১১.০৫%) বির"দ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ২৫ জনের (১১.৫২%) বির"দ্ধে বর্তমানে

এবং ৮ জনের বিরুদ্ধে (৩.৬৮%) অতীতে ফৌজদারি মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল ৩ জনের (১.৩৮%) বিরুদ্ধে।

বরিশাল:

- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ফৌজদারি মামলা সংশিণ্টষ্ট রয়েছেন ৩ জন (৪২.৮৫%)। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মোঃ মজিবর রহমান সরওয়ারের বিরুদ্ধে বর্তমানে ১২টি মামলা রয়েছে; যার মধ্যে ১টি ৩০২ ধারার মামলা। অতীতে তার বিরুদ্ধে ৬টি মামলা ছিল; যার মধ্যে ২টি ৩০২ ধারার মামলা। এই মামলা দুটি নিস্পত্তি হয়েছে এবং তিনি অব্যাহতি পেয়েছেন। জাতীয় পার্টির প্রার্থী মোঃ ইকবাল হোসেন ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের প্রার্থী মনীষা চক্রবর্ত্তীর বিরুদ্ধে বর্তমানে ২টি করে মামলা রয়েছে। অন্যান্য প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা নেই বা অতীতে ছিল না।

- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মোট ৩০ টি সাধারণ ওয়ার্ডের ৯৪ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৩০ জনের (৩১.৯১%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৪৬ জনের (৪৮.৯৩%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ১৯ জনের (২০.২১%) উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে। ৩০২ ধারায় কারো বর্তমানে কোনো মামলা না থাকলেও ১০ জনের (১০.৬৩%) বিরুদ্ধে অতীতে ছিল।

- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মোট ১০টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৩৫ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৪ জনের (১১.৪২%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে এবং ৩ জনের (৮.৫৭%) বিরুদ্ধে অতীতে ফৌজদারি মামলা ছিল। উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে ২ জনের (৫.৭১%) বিরুদ্ধে।

- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ১৩৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩৭ জনের (২৭.২০%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৫০ জনের (৩৬.৭৬%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ২২ জনের (১৬.১৭%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ১ জনের (০.৭৩%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ১১ জনের বিরুদ্ধে (৮.০৮%) অতীতে ফৌজদারি মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল ১ জনের (০.৭৩%) বিরুদ্ধে।

সিলেট:

- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ফৌজদারি মামলা সংশিণ্টষ্ট রয়েছেন ৪ জন (৫৭.১৪%)। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরীর বিরুদ্ধে বর্তমানে ১২টি মামলা রয়েছে; যার মধ্যে ২টি ৩০২ ধারার মামলা। অতীতে তার বিরুদ্ধে ২টি মামলা ছিল; যার ১টি থেকে অব্যাহতি এবং আর ১টি থেকে খালাস পেয়েছেন।। স্বতন্ত্র প্রার্থী এহসানুল মাহবুব জুবায়েরের বিরুদ্ধে বর্তমানে ৩৪টি মামলা রয়েছে; যার মধ্যে ৩টি ৩০২ ধারার মামলা। স্বতন্ত্র প্রার্থী মোঃ বদরুজ্জামান সেলিমের বিরুদ্ধে বর্তমানে ৬টি মামলা রয়েছে এবং অতীতে ছিল ৩টি; যা থেকে তিনি খালাস পেয়েছেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বদর উদ্দীন আহমেদ কামরানের বিরুদ্ধে বর্তমানে কোনো মামলা নেই। অতীতে ৪টি মামলা থাকলেও সবগুলো থেকেই তিনি অব্যাহতি পেয়েছেন।

- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মোট ২৭টি সাধারণ ওয়ার্ডের ১২৭ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৪১ জনের (৩২.২৮%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৩৫ জনের (২৭.৫৫%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ২২ জনের (১৭.৩২%) উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে। ৩০২ ধারায় ৭ জনের (৫.৫১%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে, ৩ জনের (২.৩৬%) বিরুদ্ধে অতীতে ছিল এবং ১ জনের (০.৭৮%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে আছে বা ছিল। বর্তমান ও অতীতের ৩০২ ধারার মামলা সংশিণ্টষ্ট কাউন্সিল প্রার্থী হলেন ৪ নং ওয়ার্ডের রেজাউল হাসান লোদী (কয়েস লোদী)।

- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মোট ৯টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৬১ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ১ জনের (১.৬৩%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে এবং ৫ জনের (৮.১৯%) বিরুদ্ধে অতীতে ফৌজদারি মামলা ছিল। উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে ১ জনের (১.৬৩%) বিরুদ্ধে। ৩০২ ধারায় বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে ১ জনের (১.৬৩%) বিরুদ্ধে; তিনি হলেন সংরক্ষিত ৫ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী শাহানা বেগম শানু।

- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ১৯৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪৫ জনের (২৩.০৭%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৪৪ জনের (২২.৫৬%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ২৬ জনের (১৩.৩৩%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ১০ জনের (৫.১২%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ৩ জনের বিরুদ্ধে (১.৫৩%) অতীতে ফৌজদারি মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল ১ জনের (০.৫১%) বিরুদ্ধে।

- তিন সিটিতে তুলনা করলে দেখা যায় যে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে মামলা সংশিণ্টষ্টতার হার অধিক।

৪. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ড় তথ্য:

ক্রঃ	পদ	২ লক্ষের নীচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১	১ কোটির উপরে	উলেণ্টখ নাই	মোট প্রার্থী	মন্ড়ব্য

						কোটি				
রাজশাহী	মেয়র	০ ০%	২ ৪০%	১ ২০%	১ ২০%	১ ২০%	০ ০%	০ ০%	৫ ১০০%	
	কাউন্সিলর	৫২ ৩২.৫০%	৬৯ ৪৩.১২%	২৯ ১৮.১২%	৩ ১.৮৭%	১ ০.৬২%	০ ০%	৬ ৩.৭৫%	১৬০ ১০০%	
	মহিলা কাউন্সিলর	২১ ৪০.৩৮%	১৮ ৩৪.৬১%	৩ ৫.৭৬%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১০ ১৯.২৩%	৫২ ১০০%	
	মোট	**৭৩ ৩৩.৬৪%**	**৮৯ ৪১.০১%**	**৩৩ ১৫.২০%**	**৪ ১.৮৪%**	**২ ০.৯২%**	০ ০%	**১৬ ৭.৩৭%**	**২১৭ ১০০%**	
বরিশাল	মেয়র	০ ০%০%	৩ ৪২.৮৫%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	০ ০%০%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%	
	কাউন্সিলর	১৩ ১৩.৮২%	৪১ ৪৩.৬১%	২৩ ২৪.৪৬%	৫ ৫.৩১%	২ ২.১২%	০ ০%	১০ ১০.৬৩%	৯৪ ১০০%	
	মহিলা কাউন্সিলর	৮ ২২.৮৫%	১৮ ৫১.৪২%	১ ২.৮৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৮ ২২.৮৫%	৩৫ ১০০%	
	মোট	**২১ ১৫.৪৪%**	**৬২ ৪৫.৫৮%**	**২৫ ১৮.৩৮%**	**৬ ৪.৪১%**	**৩ ২.২০%**	০ ০%	**১৯ ১৩.৯৭%**	**১৩৬ ১০০%**	
সিলেট	মেয়র	১ ১৪.২৮%	২ ২৮.৫৭%	৩ ৪২.৮৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%	
	কাউন্সিলর	২৮ ২২.০৪%	৫২ ৪০.৯৪%	২৮ ২২.০৪%	২ ১.৫৭%	০ ০%	০ ০%	**১৭ ১৩.৩৮%**	১২৭ ১০০%	
	মহিলা কাউন্সিলর	১৮ ২৯.৫০%	১২ ১৯.৬৭%	৬ ৯.৮৩%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	**২৫ ৪০.৯৮%**	৬১ ১০০%	
	মোট	**৪৭ ২৪.১০%**	**৬৬ ৩৩.৮৪%**	**৩৭ ১৮.৯৭%**	**২ ১.০২%**	০ ০%	০ ০%	**৪৩ ২২.০৫%**	**১৯৫ ১০০%**	
সর্বমোট		**১৪১ ২৫.৭২%**	**২১৭ ৩৯.৫৯%**	**৯৫ ১৭.৩৩%**	**১২ ২.১৮%**	**৫ ০.৯১**	০	**৭৮ ১৪.২৩%**	**৫৪৮ ১০০%**	

রাজশাহীঃ

- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ৫ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ২ জনের (৪০%) বার্ষিক আয় বছরে ৫ লক্ষ টাকার নীচে, ১ জনের (২০%) আয় বছরে ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে এবং ১ জনের ২৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে এবং ১ জনের আয় ৫০ লক্ষ থেকে কোটি টাকার মধ্যে। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে বছরে সর্বোচ্চ ৭৮,৩২,২০৮.০০ টাকা আয় করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩১,০৭,২৬০.০০ টাকা আয় করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল।
- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মোট ৩০ টি সাধারণ ওয়ার্ডের ১৬০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ১২১ জনই (৭৫.৬২%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। বছরে ৫ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা আয় করেন ২৯ জন (১৮.১২%), ২৫ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা আয় করেন ৩ জন (১.৮৭%) এবং ৫০ থেকে ১ কোটি টাকা আয় করেন ১ জন (০.৬২%)। বছরে ৫০ লক্ষ কোটি টাকার অধিক আয়কারী প্রার্থী হচ্ছেন ৮ নং ওয়ার্ডের মোঃ জানে আলম খান। তিনি বছরে ৫১,৩৫,৮৩০ টাকা আয় করেন। ৬ জন (৩.৭৫%) ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী কোনো আয় দেখাননি।
- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মোট ১০টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৫২ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৩৯ জনের (৫২%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার নীচে। ৫ লক্ষ টাকার অধিক আয় করেন ৩ জন (৫.৭৬%)। ১০ জন (১৯.২৩%) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী কোনো আয় দেখাননি।

- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ২১৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৬২ জনের (৭৪.৬৫%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম। আয় উলেণ্ঢখ না করা ১৬ জনকে (৭.৩৭%) যোগ করলে এই হার দাঁড়ায় ৮২.০২% (১৭৮ জন)। বিশেণ্ঢষণে বলা যেতে পারে যে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের চার পঞ্চমাংশেরও অধিক প্রার্থী স্বল্প আয়ের।

বরিশাল:

- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৩ জনের (৪২.৮৫%) বার্ষিক আয় বছরে ৫ লক্ষ টাকার নীচে, ১ জনের (১৪.২৮%) আয় বছরে ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে, ১ জনের (১৪.২৮%) আয় ২৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে এবং ১ জনের (১৪.২৮%) আয় ৫০ লক্ষ থেকে কোটি টাকার মধ্যে। একজন আয়ের ঘর পূরণ করেননি। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে বছরে সর্বোচ্চ ৫৪,৮৮,৪৮৫.০০ টাকা আয় করেন %) জাতীয় পার্টির প্রার্থী মোঃ ইকবাল হোসেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৮,৭০,৯৮৮.০০ টাকা আয় করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মোঃ মজিবর রহমান সরওয়ার। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুলণ্ঢাহ বছরে ৮,৩১,৪০০.০০ টাকা আয় করেন।

- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মোট ৩০ টি সাধারণ ওয়ার্ডের ৯৪ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৫৪ জনই (৫৭.৪৪%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। বছরে ৫ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা আয় করেন ২৩ জন (২৪.৪৬%), ২৫ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা আয় করেন ৫ জন (৫.৩১%) এবং ৫০ থেকে ১ কোটি টাকা আয় করেন ২ জন (২.১২%)। বছরে ৫০ লক্ষ কোটি টাকার অধিক আয়কারী প্রার্থীরা হচ্ছেন ২১ নং ওয়ার্ডের শেখ সাঈদ আহম্মেদ ও ২০ নং ওয়ার্ডের জিয়াউর রহমান। তারা বছরে যথাক্রমে ৮০,৮২,৭৬০. টাকা ও ৭০,২৯,৯২৩.০০ টাকা আয় করেন। ১০ জন (১০.৬৩%) ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী কোনো আয় দেখাননি।

- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মোট ১০টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৩৫ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ২৬ জনের (৭৪.২৮%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার নীচে। ৫ লক্ষ টাকার অধিক আয় করেন ১ জন (২.৮৫%)। ৮ জন (২২.৮৫%) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী কোনো আয় দেখাননি।
- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ১৩৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ৮৩ জনের (৬১.০২%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম। আয় উলেণ্ঢখ না করা ১৯ জনকে (১৩.৯৭%) যোগ করলে এই হার দাঁড়ায় ৭৫% (১০২ জন)। বিশেণ্ঢষণে বলা যেতে পারে যে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তিন চতুর্থাংশই স্বল্প আয়ের।

সিলেট:

- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৩ জনের (৪২.৮৫%) বার্ষিক আয় বছরে ৫ লক্ষ টাকার নীচে এবং ৩ জনের (৪২.৮৫%) বছরে ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে। একজন আয়ের ঘর পূরণ করেননি। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে বছরে সর্বোচ্চ ২৪,৯১,৪০৩.০০ টাকা আয় করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী বদর উদ্দীন আহমেদ কামরান, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৫,৬৪,৪২০.০০ টাকা আয় করেন জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী।

- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মোট ২৭ টি সাধারণ ওয়ার্ডের ১২৭ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৮০ জনই (৬২.৯৯%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। বছরে ৫ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা আয় করেন ২৮ জন (২২.০৪%), ২৫ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা আয় করেন ২ জন (১.৫৭%)। ১৭ জন (১৩.৩৮%) ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী কোনো আয় দেখাননি।

- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মোট ৯টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৬১ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৩০ জনের (৪৯.১৮%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার নীচে। ৫ লক্ষ টাকার অধিক আয় করেন ৬ জন (৯.৮৩%)। ২৫ জন (৪০.৯৮%) জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী কোনো আয় দেখাননি।
- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ১৯৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ১১৩ জনের (৫৭.৯৪%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম। আয় উলেণ্ঢখ না করা ৪৩ জনকে (২২.০৫%) যোগ করলে এই হার দাঁড়ায় ৮০% (১৫৬ জন)। বিশেণ্ঢষণে বলা যেতে পারে যে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের চার পঞ্চমাংশই স্বল্প আয়ের।

৫. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য:

সিটি	পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উলেণ্ঢখ নেই	মোট	মন্ড়ব্য
রাজশাহী	মেয়র	১ ২০%	২ ৪০%	০ ০%	১ ২০%	১ ২০%	০ ০%	০ ০%	৫ ১০০%	

	কাউন্সিলর	৯৪ ৫৮.৭৫%	৪০ ২৫%	৯ ৫.৬২%	৪ ২.৫০%	৩ ১.৮৭%	০ ০%	১০ ৬.২৫%	১৬০ ১০০%	
	মহিলা কাউন্সিলর	৩৬ ৬৯.২৩%	১১ ২১.১৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৫ ৯.৬১%	৫২ ১০০%	
	মোট	**১৩১** **৬০.৩৬%**	**৫৩** **২৪.৪২%**	**৯** **৪.১৪%**	**৫** **২.৩০%**	**৪** **১.৮৪%**	**০** **০%**	**১৫** **৬.৯১%**	**২১৭** **১০০%**	
বরিশাল	**মেয়র**	১ ১৪.২৮%	৩ ৪২.৮৫%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%	
	কাউন্সিলর	৪২ ৪৪.৬৮%	২৪ ২৫.৫৩%	৬ ৬.৩৮%	৬ ৬.৩৮%	৫ ৫.৩১%	৪ ৪.২৫%	৭ ৭.৪৪%	৯৪ ১০০%	
	মহিলা কাউন্সিলর	২৫ ৭১.৪২%	৭ ২০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩ ৮.৫৭%	৩৫ ১০০%	
	মোট	**৬৮** **৫০%**	**৩৪** **২৫%**	**৬** **৪.৪১%**	**৬** **৪.৪১%**	**৬** **৪.৪১%**	**৫** **৩.৬৭%**	**১১** **৮.০৮%**	**১৩৬** **১০০%**	
সিলেট	**মেয়র**	৪ ৫৭.১৪%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	৭ ১০০%	
	কাউন্সিলর	৬৩ ৪৯.৬০%	৩৩ ২৫.৯৮%	১২ ৯.৪৪%	৫ ৩.৯৩%	৭ ৫.৫১%	১ ০.৭৮%	৬ ৪.৭২%	১২৭ ১০০%	
	মহিলা কাউন্সিলর	৪২ ৬৮.৮৫%	১৩ ২১.৩১%	৩ ৪.৯১%%	২ ৩.২৭%	০ ০%	০ ০%	১ ১.৬৩%	৬১ ১০০%	
	মোট	**১০৯** **৫৫.৮৯%**	**৪৭** **২৪.১০%**	**১৫** **৭.৬৯%**	**৭** **৩.৫৮%**	**৮** **৪.১০%**	**২** ১.০২%	**৭** **৩.৫৮%**	**১৯৫** **১০০%**	
সর্বমোট		**৩০৮** **৫৬.২০%**	**১৩৪** **২৪.৪৫%**	**৩০** **৫.৪৭%**	**১৮** **৩.২৮%**	**১৮** **৩.২৮%**	**৭** **১.২৭%**	**৩৩** **৬.০২%**	**৫৪৮** **১০০%**	

রাজশাহী:

- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ৫ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ১ জনের (২০%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার নীচে, ২ জনের (৪০%) ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে, ১ জনের (২০%) ৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকার মধ্যে এবং ১ জনের (২০%) কোটি টাকার অধিক মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্পদ রয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের। তার মোট সম্পদের পরিমান ৩ কোটি ১১ লক্ষ ৫৪ হাজার ২৭০.০০ টাকা।

- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মোট ৩০ টি সাধারণ ওয়ার্ডের ১৬০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশই (৯৪ জন অথবা ৫৮.৭৫%) স্বল্প সম্পদের অর্থাৎ ৫ লক্ষ টাকার কম মূল্যমানের সম্পদের মালিক। ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার সম্পদ রয়েছে ৪০ জনের (২৫%); ২৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার সম্পদ রয়েছে ৯ জনের (৫.৬২%); ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে ৪ জনের (২.৫০%) এবং কোটি টাকার অধিক মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে ৩ জনের (১.৮৭%)। কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্পদের মালিক ১১ নং ওয়ার্ডের মোঃ আবু বাক্কার কিনু। তার সম্পদের পরিমান ৩ কোটি ৪৯ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। ১০ জন (৬.২৫%) কাউন্সিলর প্রার্থী সম্পদের কথা উলেণ্ঢখ করেননি।

- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মোট ১০টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৫২ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৩৬ জনের (৬৯.২৩%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম। ৫ লক্ষাধিক টাকার সম্পদ রয়েছে ১১ জনের (২১.১৫%) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর। ৫ জন (৯.৬১%) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী সম্পদের কথা উলেণ্ঢখ করেননি।

- বিশেণ্ঢষণে দেখা যায় ২১৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৩১ জনই (৬০.৩৬%) ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক। সম্পদের কথা উলেণ্ঢখ না করা ১৫ জন (৬.৯১%) প্রার্থীসহ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪৬ জন (৬৭.২৮%)। অপরদিকে কোটিপতি রয়েছেন মাত্র ৪ জন (১.৮৪%)।

বরিশাল:

- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ১ জনের (১৪.২৮%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার নীচে; ৩ জনের (৪২.৮৫%) ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে এবং ২ জনের (২৮.৫৭%) কোটি টাকার অধিক মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর

প্রার্থী ওবাইদুর রহমান মাহাবুব সম্পদের মূল্য উলেণ্ঢখ করেননি। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্পদ রয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মোঃ মজিবর রহমান সরওয়ারের। তার মোট সম্পদের পরিমান ৬ কোটি ২৮ লক্ষ ১২ হাজার ৯২৬.০০ টাকা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১ কোটি ৭৭ লক্ষ ৩৮ হাজার ৭৩০.০০ টাকা মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে জাতীয় পার্টির প্রার্থী মোঃ ইকবাল হোসেনের।

- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মোট ৩০ টি সাধারণ ওয়ার্ডের ৯৪ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে উলেণ্ঢখযোগ্য সংখ্যক অংশই (৪২ জন অথবা ৪৪.৬৮%) স্বল্প সম্পদের অর্থাৎ ৫ লক্ষ টাকার কম মূল্যমানের সম্পদের মালিক। ৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার সম্পদ রয়েছে ৩০ জনের (৩১.৯১%) এবং ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে ৬ জনের (৬.৩৮%)। কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিক ৯ জন (৯.৫৭%)। কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্পদের মালিক ১৮ নং ওয়ার্ডের মীর এ কে এম জাহিদুল কবির। তার সম্পদের পরিমান ১৯ কোটি ৬৫ লক্ষ ৮১ হাজার ৪০০.০০ টাকা। ৭ জন (৭.৪৪%) কাউন্সিলর প্রার্থী সম্পদের কথা উলেণ্ঢখ করেননি।
- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মোট ১০টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৩৫ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ২৫ জনের (৭১.৪২%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম। ৫ লক্ষাধিক টাকার সম্পদ রয়েছে ৭ জনের (২০%%) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর। ৩ জন (৮.৫৭%) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী সম্পদের কথা উলেণ্ঢখ করেননি।
- বিশেণ্ঢষণে দেখা যায় ১৩৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ৬৮ জনই (৫০.৫০%) ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক। সম্পদের কথা উলেণ্ঢখ না করা ১১ জন (৮.০৮%) প্রার্থীসহ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৯ জন (৫৮.০৮%)। অপরদিকে কোটিপতি রয়েছেন মাত্র ১১ জন (৮.০৮%)।

সিলেট:

- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৪ জনের (৫৭.১৪%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার নীচে, ১ জনের (১৪.২৮%) ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে এবং ২ জনের (২৮.৫৭%) কোটি টাকার অধিক মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্পদ রয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী বদর উদ্দীন আহমেদ কামরানের। তার মোট সম্পদের পরিমান ৭ কোটি ৯৯ লক্ষ ১৫ হাজার ৬৫২.০০ টাকা। টাকা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২ কোটি ৪৭ লক্ষ ৯০ হাজার ৩৮৫.০০ টাকা মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরীর ।
- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মোট ২৭ টি সাধারণ ওয়ার্ডের ১২৭ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে প্রায় অর্ধেক (৬৩ জন অথবা ৪৯.৬০%) স্বল্প সম্পদের অর্থাৎ ৫ লক্ষ টাকার কম মূল্যমানের সম্পদের মালিক। ৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার সম্পদ রয়েছে ৪৫ জনের (৩৫.৪৩%) এবং ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে ৫ জনের (৩.৯৩%)। কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিক ৮ জন (৬.২৯%)। কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্পদের মালিক ২৫ নং ওয়ার্ডের ইফতেখার আহমেদ সোহেল। তার সম্পদের পরিমান ১৭ কোটি ৬০ লক্ষ ৮৯ হাজার ০২১.০০ টাকা। ৬ জন (৪.৭২%) কাউন্সিলর প্রার্থী সম্পদের কথা উলেণ্ঢখ করেননি।
- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মোট ৯টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৬১ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৪২ জনের (৬৮.৮৫%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম। ৫ লক্ষাধিক টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে ১৩ জনের (২১.৩১%) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর, ২৫ লক্ষ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে ৩ জনের (৪.৯১%), ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে ২ জনের (৩.২৭%)। ১ জন (১.৬৩%) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী সম্পদের কথা উলেণ্ঢখ করেননি।
- বিশেণ্ঢষণে দেখা যায় ১৯৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ১০৯ জনই (৫৫.৮৯%) ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক। সম্পদের কথা উলেণ্ঢখ না করা ৭ জন (৩.৫১%) প্রার্থীসহ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৬ জন (৫৯.৪৮%)। অপরদিকে কোটিপতি রয়েছেন মাত্র ১০ জন (৫.১২%)।

প্রার্থীদের সম্পদের হিসাবের যে চিত্র উঠে এসেছে, তাকে কোনোভাবেই সম্পদের প্রকৃত চিত্র বলা যায় না। কেননা, প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই প্রতিটি সম্পদের মূল্য উলেণ্ঢখ করেন না, বিশেষ করে স্থাবর সম্পদের। আবার উলেণ্ঢখিত মূল্য বর্তমান বাজার মূল্য না; এটা অর্জনকালীন মূল্য। বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরেও আমরা হলফনামার ভিত্তিতে শুধুমাত্র মূল্যমান উলেণ্ঢখ করা সম্পদের হিসাব অনুযায়ী তথ্য তুলে ধরলাম। অধিকাংশ প্রার্থীর সম্পদের পরিমাণ প্রকৃত পক্ষে আরও বেশি। ছকটি পরিবর্তনের জন্য আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে অনেক আগেই প্রস্ড়াব দিয়েছি।

৬. দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ড় তথ্য:

সিটি	পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট প্রার্থী	মোট ঋণ গ্রহীতা
রাজশাহী	মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৫ ১০০%	০ ০%
	কাউন্সিলর	৪ ২.৫০%	৭ ৪.৩৭%	১ ০.৬২%	২ ১.২৫%	১ ০.৬২%	০ ০%	১৬০ ১০০%	১৫ ৯.৩৭%

	মহিলা কাউন্সিলর	২ ৩.৮৪%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৫২ ১০০%	২ ৩.৮৪%
	মোট	**৬ ২.৭৬%**	**৭ ৩.২২%**	**১ ০.৪৬%**	**২ ০.৯২%**	**১ ০.৪৬%**	০ ০%	**২১৭ ১০০%**	**১৭ ৭.৮৩%**
বরিশাল	মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৭ ১০০%	০ ০%
	কাউন্সিলর	১ ১.০৬%	১১ ১১.৭০%	১ ১.০৬%	১ ১.০৬%	২ ২.১২%	০ ০%	৯৪ ১০০%	**১৬ ১৭.০২%**
	মহিলা কাউন্সিলর	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩৫ ১০০%	০ ০%
	মোট	**১ ০.৭৩%**	**১১ ৮.০৮%**	**১ ০.৭৩%**	**১ ০.৭৩%**	২ ১.৪৭%	০ ০%	**১৩৬ ১০০%**	**১৬ ১১.৭৬%**
সিলেট	মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	**১ ১৪.২৮%**	০ ০%	৭ ১০০%	**১ ১৪.২৮%**
	কাউন্সিলর	**৪ ৩.১৪%**	**৩ ২.৩৬%**	**১ ০.৭৮%**	**১ ০.৭৮%**	**১ ০.৭৮%**	০ ০%	১২৭ ১০০%	**১০ ৭.৮৭%**
	মহিলা কাউন্সিলর	০ ০%	**২ ৩.২৭%**	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৬১ ১০০%	**২ ৩.২৭%**
	মোট	**৪ ২.০৫%**	**৫ ২.৫৬%**	**১ ০.৫১%**	**১ ০.৫১%**	**২ ১.০২%**	০ ০%	**১৯৫ ১০০%**	**১৩ ৬.৬৬%**
	সর্বমোট	**১১ ২.০০%**	**২৩ ৪.১৯%**	**৩ ০.৫৪%**	**৪ ০.৭২%**	**৫ ০.৯১%**	০	**৫৪৮ ১০০%**	**৪৬ ৮.৩৯%**

রাজশাহী:

- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ৫ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে কেউই ঋণ গ্রহীতা নন।
- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মোট ৩০ টি সাধারণ ওয়ার্ডের ১৬০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ১৫ জন (৯.৩৭%) ঋণ গ্রহীতা।
- সংরক্ষিত আসনের ৫২ জন কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে মাত্র ২ জন (৩.৮৪%) ঋণ গ্রহীতা।
- সর্বমোট ২১৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা মাত্র ১৭ জন (৭.৮৩%)।
- মোট ১৭ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহণ করেছেন মাত্র ১ জন (৫.৮৮%) কাউন্সিলর প্রার্থী। তিনি হলেন ৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী মোঃ আলমগীর হোসেন (১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা)।

বরিশাল:

- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে কেউই ঋণ গ্রহীতা নন।
- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মোট ৩০ টি সাধারণ ওয়ার্ডের ৯৪ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ১৬ জন (১৭.০২%) ঋণ গ্রহীতা।
- সংরক্ষিত আসনের ৩৫ জন কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যেও কোনো ঋণ গ্রহীতা নেই।
- সর্বমোট ১৩৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা মাত্র ১৬ জন (১১.৭৬%)। তারা সকলেই ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী।

- মোট ১৬ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহণ করেছেন মাত্র ২ জন (১২.৫০%)। তারা হলেন ২১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী আলতাফ মাহমুদ (৫ কোটি ৩১ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা) এবং ৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী সৈয়দ জামাল হোসেন নোমান (৪ কোটি ২৯ লক্ষ ৯৪ হাজার ৫৩২ টাকা)।

সিলেট:

- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ১ জন (১৪.২৮%) ঋণ গ্রহীতা। তিনি হচ্ছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী। তিনি পূবালী ব্যাংক লিঃ, সিলেট শাখা থেকে ১ কোটি ৯৩ লক্ষ ৮০ হাজার ৩০৩.০০ টাকা ঋণ নিয়েছেন।
- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মোট ২৭ টি সাধারণ ওয়ার্ডের ১২৭ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ১০ জন (৭.৮৭%) ঋণ গ্রহীতা। ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহণ করেছেন ১ জন (০.৭৮%)। তিনি হলেন ১৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী মোঃ সাঈদী আহমদ (১ কোটি ৬৬ লক্ষ ১৭ হাজার ০৮৯.০০ টাকা)।
- সংরক্ষিত আসনের ৬১ জন কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে ঋণ গ্রহীতা রয়েছেন মাত্র ২ জন (৩.২৭%)।
- সর্বমোট ১৯৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা মাত্র ১৩ জন (৬.৬৬%); এদের মধ্যে ২ জন (১৫.৩৮%) কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহণ করেছেন।

আয়কর সংক্রান্ড় তথ্য:

সিটি	পদ	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট প্রার্থী	মোট কর প্রদানকারী
রাজশাহী	মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ২০%	১ ২০%	০ ০%	৫ ১০০%	২ ৪০%
	কাউন্সিলর	২৭ ১৬.৮৭%	৪ ২.৫০%	৯ ৫.৬২%	৬ ৩.৭৫%	৪ ২.৫০%	১ ০.৬২%	২ ১,২৫%	১৬০ ১০০%	৫৩ ৩৩.১২%
	মহিলা কাউন্সিলর	৩ ৫.৭৬%	১ ১.৯২%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৫২ ১০০%	৪ ৭.৬৯%
	মোট	**৩০ ১৩.৮২%**	**৫ ২.৩০%**	**৯ ৪.১৪%**	**৬ ২.৭৬%**	**৫ ২.৩০%**	**২ ০.৯২%**	**২ ০.৯২%**	**২১৭ ১০০%**	**৫৯ ২৭.১৮%**
বরিশাল	মেয়র	৩ ৪২.৮৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	২ ২৮.৫৭%	৭ ১০০%	৬ ৮৫.৭১%
	কাউন্সিলর	১৮ ১৯.১৪%	৩ ৩.১৯%	৯ ৯.৫৭%	২ ২.১২%	১ ১.০৬%	১ ১.০৬%	১ ১.০৬%	৯৪ ১০০%	৩৫ ৩৭.২৩%
	মহিলা কাউন্সিলর	৫ ১৪.২৮%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩৫ ১০০%	৫ ১৪.২৮%
	মোট	**২৬ ১৯.১১%**	**৩ ২.২০%**	**৯ ৬.৬১%**	**২ ১.৪৭%**	**২ ১.৪৭%**	**১ ০.৭৩%**	**৩ ২.২০%**	**১৩৬ ১০০%**	৪৬ ৩৩.৮২%
সিলেট	মেয়র	৩ ৪২.৮৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	২ ২৮.৫৭%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	৭ ১০০%	৬ ৮৫.৭১%
	কাউন্সিলর	**৩০ ২৩.৬২%**	**৫ ৩.৯৩%**	**২১ ১৬.৫৩%**	**৪ ৩.১৪%**	**৫ ৩.৯৩%**	**১ ০.৭৮%**	০ ০%	১২৭ ১০০%	**৬৬ ৫১.৯৬%**
	মহিলা কাউন্সিলর	**১১ ১৮.০৩%**	**২ ৩.২৭%**	**৪ ৬.৫৫%**	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৬১ ১০০%	**১৭ ২৭.৮৬%**
	মোট	**৪৪ ২২.৫৬%**	**৭ ৩.৫৮%**	**২৫ ১২.৮২%**	**৪ ২.০৫%**	**৭ ৩.৫৮%**	**২ ১.০২%**	০ ০%	**১৯৫ ১০০%**	**৮৯ ৪৫.৬৪%**
সর্বমোট		**১০০**	**১৫**	**৪৩**	**১২**	**১৪**	**৫**	**৫**	**৫৪৮**	**১৯৪**

	১৮.২৪%	২.৭৩%	৭.৮৪%	২.১৮%	২.৫৫%	০.৯১%	০.৯১%	১০০%	৩৫.৪০%

রাজশাহী:

- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ৫ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে সকলেরই আয়কর বিবরণী পাওয়া গিয়েছে। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে করের আওতায় পড়েছেন মাত্র ২ জন (৪০%)। তারা হচ্ছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল। সর্বশেষ অর্থ বছরে জনাব এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন কর প্রদান করেছেন ৮,৫৮,৪৬২.০০ টাকা এবং মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল কর প্রদান করেছেন ৩,৩৬,৮১৫.০০ টাকা।

- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মোট ৩০ টি সাধারণ ওয়ার্ডের ১৬০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৫৩ জন (৩৩.১২%) আয়কর প্রদানকারী। এই ৫৩ জনের মধ্যে ২৭ জন (১৬.৮৭%) কর প্রদান করে ৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম। ৭ জন (১৩.২০%) লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেছেন। কর প্রদানকারীদের মধ্যে ৫ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদান করেছেন ৩ জন (৫.৬৬%)। ৫ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদানকারী কাউন্সিলর প্রার্থীরা হচ্ছেন ১০ নং ওয়ার্ডের মোঃ আব্বাস আলী সরদার (প্রদত্ত কর: ৫,৮৪,৯৭৯ টাকা), ১৯ নং ওয়ার্ডের মোঃ তৌহিদুল হক (প্রদত্ত কর: ১১,২১,৮৮৬ টাকা) এবং ৮ নং ওয়ার্ডের মোঃ জানে আলম খান (প্রদত্ত কর: ১১,০০,৭৪৯ টাকা)।

- সংরক্ষিত আসনের ৫২ জন কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে ৪ জন (৭.৬৯%) আয়কর প্রদানকারী। এদের মধ্যে ৩ জনই (৭৫%) কর প্রদান করেন ৫ হাজার টাকা বা তার কম।

- বিশেণ্ডষণে দেখা যাচ্ছে যে, সর্বমোট ২১৭ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ৪৬ জন (৩৩.৮২%) কর প্রদানকারী। এই ৪৬ জনের মধ্যে ২৬ জনই (৫৬.৫২%) কর প্রদান করেন ৫ হাজার টাকা বা তার কম কম। লক্ষাধিক টাকা কর প্রদানকারী ৬ জনের মধে ৩ জনই (৫০%) সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী।

বরিশাল:

- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৬ জনই (৮৫.৭১%) করের আওতায় পড়েছেন। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে সর্বশেষ অর্থ বছরে সর্বোচ্চ ১১,৩৮,২৫৯.০০ কর প্রদান করেছেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী মোঃ ইকবাল হোসেন। এছাড়াও ৩,২২,৬৭৩.০০ টাকা কর প্রদান করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুলণ্ডাহ; ১,৫৩,১৯৪.০০ টাকা কর প্রদান করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মোঃ মজিবর রহমান সরওয়ার; ৪,৫৬০.০০ টাকা কর দিয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী ওবাইদুর রহমান মাহাবুব; ৪,০০০.০০ টাকা কর প্রদান করেছেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী আবুল কালাম আজাদ; ৩,০৫০.০০ টাকা কর প্রদান করেছেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের প্রার্থী মনীষা চক্রবর্ত্তী। স্বতন্ত্র প্রার্থী বশীর আহমেদ ঝুনু করের আওতায় পড়েননি।

- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মোট ৩০ টি সাধারণ ওয়ার্ডের ৯৪ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৩৫ জন (৩৭.২৩%) আয়কর প্রদানকারী। এই ৩৫ জনের মধ্যে ১৮ জন (৫১.৪২%) কর প্রদান করে ৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম। ৩ জন (৮.৫৭%) লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেছেন। কর প্রদানকারীদের মধ্যে ৫ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদান করেছেন ২ জন (৫.৭১%)। ৫ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদানকারী কাউন্সিলর প্রার্থীরা হচ্ছেন ২৭ নং ওয়ার্ডের মোঃ নূরুল ইসলাম (প্রদত্ত কর: ৬,৮৫,৩২৫ টাকা) এবং ২০ নং ওয়ার্ডের জিয়াউর রহমান (প্রদত্ত কর: ১৬,৬৮,৯৭৭ টাকা)।

- সংরক্ষিত আসনের ৩৫ জন কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে ৫ জন (১৪.২৮%) আয়কর প্রদানকারী। এরা সকলেই কর প্রদান করেন ৫ হাজার টাকা বা তার কম।

- বিশেণ্ডষণে দেখা যাচ্ছে যে, সর্বমোট ১৩৬ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ৪৬ জন (২৭.১৮%) কর প্রদানকারী। এই ৫৯ জনের মধ্যে ৩০ জনই (৫০.৮৪%) কর প্রদান করেন ৫ হাজার টাকা বা তার কম কম। লক্ষাধিক টাকা কর প্রদানকারী ৬ জনের মধে ৩ জনই (৫০%) সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী।

সিলেট:

- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৬ জনই (৮৫.৭১%) করের আওতায় পড়েছেন। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে সর্বশেষ অর্থ বছরে সর্বোচ্চ ৬,৬২,৭৩২.০০ টাকা কর প্রদান করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী। এছাড়াও ৪,০৭,৮৫০.০০ টাকা কর প্রদান করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী বদর উদ্দীন আহমেদ কামরান; ১,০১,৮৪৫.০০ টাকা কর প্রদান করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী ডাঃ মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান; ৫,০০০.০০ টাকা কর প্রদান করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী মোঃ বদরুজ্জামান সেলিম; ৪,০০০.০০ টাকা করে কর প্রদান করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী এহসানুল মাহবুব জুবায়ের মোঃ এহছানুল হক তাহের। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের প্রার্থী মোঃ আবু জাফর করের আওতায় পড়েননি।

- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মোট ২৭টি সাধারণ ওয়ার্ডের ১২৭ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৬৬ জন (৫১.৯৬%) কর প্রদানকারী। এই ৬৬ জনের মধ্যে ৩০ জন (৪৫.৪৫%) কর প্রদান করে ৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম। ৬ জন (৯.০৯%) লক্ষাধিক টাকা

কর প্রদান করেছেন। কর প্রদানকারীদের মধ্যে ৫ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদান করেছেন ১ জন (০.৭৮%)। তিনি হলেন ১১ নং ওয়ার্ডের মির্জা এস এম হোসেন (প্রদত্ত কর: ৫,৫৭,৭১৪ টাকা)।

- সংরক্ষিত আসনের ৬১ জন কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে ১৭ জন (২৭.৮৬%) আয়কর প্রদানকারী। এই ১৭ জনের মধ্যে ১১ জনই (৬৪.৭০%) কর প্রদান করেন ৫ হাজার টাকা বা তার কম।
- বিশেণ্ডষণে দেখা যাচ্ছে যে, সর্বমোট ১৯৫ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ৮৯ জন (৪৫.৬৪%) কর প্রদানকারী। এই ৮৯ জনের মধ্যে ৪৪ জনই (৪৯.৪৩%) কর প্রদান করেন ৫ হাজার টাকা বা তার কম কম। লক্ষাধিক টাকা কর প্রদানকারী ৯ জনের মধে ৬ জনই (৬৬.৬৬%) সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী।

একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, কোনো কোনো প্রার্থী শুধুমাত্র কর সনদপত্র জমা দিয়েছেন। কত টাকা কর প্রদান করেছেন এ ধরনের কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি। ফলে বিশেণ্ডষণে উলেণ্ডখিত কর প্রদানকারীর সংখ্যা, প্রকৃত কর প্রদানকারীর সংখ্যার চেয়ে কম বলে আমরা মনে করি।

একাধিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বার্ষিক আয়, সম্পদ ও নিট সম্পদের তুলনামূলক বিশেণ্ডষণ

আসন্ন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী এ এইচ এম খায়র"জ্জামান লিটন ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল ২০০৮ ও ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত সিটি নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির প্রার্থী মোঃ হাবিবুর রহমান ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত সিটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মোঃ মজিবর রহমান সরওয়ার ২০০৮ অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। পাশাপাশি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী আবুল কালাম আজাদ ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত সিটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী বদর উদ্দীন আহমেদ কামরান ২০০৮ ও ২০১৩ সালে এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত সিটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

একাধিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীদের উপরোলেণ্ডখিত তথ্যসমূহের তুলনামূলক বিশেণ্ডষণ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বার্ষিক আয়

রাজশাহী:

এ এইচ এম খায়র"জ্জামান লিটন:

নির্বাচন-২০০৮			নির্বাচন-২০১৩			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
২,৪৪,০০০	-	২,৪৪,০০০	৫৮,৭৫,৭৭২	-	৫৮,৭৫,৭৭২	৫৬,৩১,৭৭২	২৩০৮.১০%
নির্বাচন-২০১৩			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
৫৮,৭৫,৭৭২	-	৫৮,৭৫,৭৭২	৭৮,৩২,২০৮		৭৮,৩২,২০৮	১৯,৫৬,৪৩৬	৩৩.২৯%
নির্বাচন-২০০৮			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
২,৪৪,০০০	-	২,৪৪,০০০	৭৮,৩২,২০৮		৭৮,৩২,২০৮	৭৫,৮৮,২০৮	৩১১০.৯২%

মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল:

নির্বাচন-২০০৮			নির্বাচন-২০১৩			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
০	০	০	১,৯২,০০০	-	১,৯২,০০০	১,৯২,০০০	
নির্বাচন-২০১৩			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
১,৯২,০০০	-	১,৯২,০০০	৩১,০৭,২৬০	০	৩১,০৭,২৬০	২৯,১৫,২৬০	১৫১৮.৩৬%

মোঃ হাবিবুর রহমান:

নির্বাচন-২০১৩			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		

২,০৫,০০০	১,৮০,০০০	৩,৮৫,০০০	৪,২৫,০০০	৩,৩০,০০০	৭,৫৫,০০০	৩,৭০,০০০	৯৬.১০%

বার্ষিক আয় হ্রাস-বৃদ্ধির তথ্য:

- এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের বার্ষিক আয় ২০০৮ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে ২৩০৮.১০%; ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ৩৩.২৯% এবং ২০০৮ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ৩১১০.৯২% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ২০০৮ সালে মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুলের বার্ষিক আয় দেখাননি। ২০১৩ সালে তার বার্ষিক আয় ছিল ১,৯২,০০০ টাকা। ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে তার আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫১৮.৩৬%।
- মোঃ হাবিবুর রহমানের বার্ষিক আয় ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ৯৬.১০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

বরিশাল:

মোঃ মজিবর রহমান সরওয়ার:

নির্বাচন-২০০৮ (সংসদ নির্বাচন)			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
৪,৯৮,০০০	১,০৮,০০০	৬,০৬,০০০	৪৮,৭০,৯৮৮	০	৪৮,৭০,৯৮৮	৪২,৬৪,৯৮৮	৭০৩.৭৯%

আবুল কালাম আজাদ:

নির্বাচন-২০০৮			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
৭২,০০০	০	৭২,০০০	২,৬০,০০০	০	২,৬০,০০০	১,৮৮,০০০	২৬১.১১%

- মোঃ মজিবর রহমান সরওয়ারের বার্ষিক আয় ২০০৮ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ৭০৩.৭৯% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- আবুল কালাম আজাদের বার্ষিক আয় ২০০৮ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ২৬১.১১% বৃদ্ধি পেয়েছে।

সিলেট:

বদর উদ্দীন আহম্মেদ কামরান:

নির্বাচন-২০০৮			নির্বাচন-২০১৩			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
০ (জব্দ)	২,১০,০০০	২,১০,০০০	১৫,৪৯,৯৮৮	০	১৫,৪৯,৯৮৮	১৩,৩৯,৯৮৮	
নির্বাচন-২০১৩			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
১৫,৪৯,৯৮৮	০	১৫,৪৯,৯৮৮	২৪,৯১,৪০৩	০	২৪,৯১,৪০৩	৯,৪১,৪১৫	৬০.৭৩%
নির্বাচন-২০০৮			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
০ (জব্দ)	২,১০,০০০	২,১০,০০০	২৪,৯১,৪০৩	০	২৪,৯১,৪০৩	২২,৮১,৪০৩	

আরিফুল হক চৌধুরী:

নির্বাচন-২০১৩			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
৬,৭৬,৯৪৬	৩,৮০,০৮৭	১০,৫৭,০৩৩	৭,৫৮,১২০	৮,০৬,৩০০	১৫,৬৪,৪২০	৫,০৭,৩৮৭	৪৮%

বার্ষিক আয় হ্রাস-বৃদ্ধির তথ্য:

- ২০০৮ সালে বদর উদ্দীন আহমেদ কামরানের ব্যাংক হিসাব জব্দ ছিল। তাই ২০১৩ সালের সাথে বার্ষিক আয়ের তুলনা করা গেলনা। তবে ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে তার আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৬০.৭৩%।
- আরিফুল হক চৌধুরীর বার্ষিক আয় ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৮%।

প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বার্ষিক সম্পদ

রাজশাহী:

এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন:

নির্বাচন-২০০৮			নির্বাচন-২০১৩			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
৯১,০৮,৫০০	৩,০৫,০০০	৯৪,১৩,৫০০	১,৬৩,৩৯,৬১৮	২২,৯৯,৫৮০	১,৮৬,৩৯,১৯৮	৯২,২৫,৬৯৮	৯৮%
নির্বাচন-২০১৩			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
১,৬৩,৩৯,৬১৮	২২,৯৯,৫৮০	১,৮৬,৩৯,১৯৮	১,৭৬,১৭,২৭০	১,৩৫,৩৭,০০০	৩,১১,৫৪,২৭০	১,২৫,১৫,০৭২	৬৭.১৪%
নির্বাচন-২০০৮			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
৯১,০৮,৫০০	৩,০৫,০০০	৯৪,১৩,৫০০	১,৭৬,১৭,২৭০	১,৩৫,৩৭,০০০	৩,১১,৫৪,২৭০	২,১৭,৪০,৭৭০	২৩০.৯৫%

মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল:

নির্বাচন-২০০৮			নির্বাচন-২০১৩			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
২,৭৫,০০০	২,৯৭,০০০	৫,৭২,০০০	৬,৬৫,১৫৫	৯,৪৭,০০০	১৬,১২,১৫৫	১০,৪০,১৫৫	১৮১.৮৫%
নির্বাচন-২০১৩			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
৬,৬৫,১৫৫	৯,৪৭,০০০	১৬,১২,১৫৫	৪৯,১৪,৩৭০	৬,৭৯,৮০০	৫৫,৯৪,১৭০	৩৯,৮২,০১৫	২৪৬.৯৯%
নির্বাচন-২০০৮			নির্বাচন-২০১৩			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
২,৭৫,০০০	২,৯৭,০০০	৫,৭২,০০০	৪৯,১৪,৩৭০	৬,৭৯,৮০০	৫৫,৯৪,১৭০	৫০,২২,১৭০	৮৭৮%

মোঃ হাবিবুর রহমান:

নির্বাচন-২০১৩			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
৩৮,৮০,০০০	৫,০৫,০০০	৪৩,৮৫,০০০	৭০,০০০	১১,৮৮,০০০	১২,৫৮,০০০	-৩১,২৭,০০০	-৭১.৩১%

- এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের সম্পদ ২০০৮ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে ৯৮%; ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ৬৭.১৪% এবং ২০০৮ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ২৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুলের সম্পদ ২০০৮ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে ১৮১.৮৫%; ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ২৪৬.৯৯% এবং ২০০৮ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ৮৭৮% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- মোঃ হাবিবুর রহমানের সম্পদ ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে -৭১.৩১% হ্রাস পেয়েছে।

বরিশাল

মোঃ মজিবর রহমান সরওয়ার:

নির্বাচন-২০০৮ (সংসদ নির্বাচন)			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
৪,৬৯,১৮,৭৭৫	৮৯,৪৭,৫৪৯	৫,৫৮,৬৬,৩২৪	৬,২৮,১২,৯২৬	০	৬,২৮,১২,৯২৬	৬৯,৪৬,৬০২	১২.৪৩%

আবুল কালাম আজাদ:

নির্বাচন-২০০৮			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
৭৫,২০০	০	৭৫,২০০	১১,২০,০০০	০	১১,২০,০০০	১০,৪৪,৮০০	১৩৮৯.৩৬%

- মোঃ মজিবর রহমান সরওয়ারের সম্পদ ২০০৮ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ১২.৪৩% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- আবুল কালাম আজাদের সম্পদ ২০০৮ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ১৩৮৯.৩৬% বৃদ্ধি পেয়েছে।

সিলেট

বদর উদ্দীন আহম্মেদ কামরান:

নির্বাচন-২০০৮			নির্বাচন-২০১৩			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
৬৭,৬০,৩৪১	১,৫৫,১৭,৯৪৯	২,২২,৭৮,২৯০	১,৮৯,২৮,৪৯৫	৩,১১,৩৪,১২৯	৫,০০,৬২,৬২৪	২,৭৭,৮৪,৩৩৪	১২৪.৭১
নির্বাচন-২০১৩			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
১,৮৯,২৮,৪৯৫	৩,১১,৩৪,১২৯	৫,০০,৬২,৬২৪	২,২৪,০০৭৩১	৫,৭৫,১৪,৯২১	৭,৯৯,১৫,৬৫২	২,৯৮,৫৩,০২৮	৫৯.৬৩%
নির্বাচন-২০০৮			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
৬৭,৬০,৩৪১	১,৫৫,১৭,৯৪৯	২,২২,৭৮,২৯০	২,২৪,০০৭৩১	৫,৭৫,১৪,৯২১	৭,৯৯,১৫,৬৫২	৫,৭৬,৩৭,৩৬২	২৫৮.৭২%

আরিফুল হক চৌধুরী:

নির্বাচন-২০১৩			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
৩,৪৮,০৩,৫৭৯	৪৪,৪৬,৫০৪	৩,৯২,৫০,০৮৩	১,৯৪,৮৪,৭১৩	৫৩,০৫,৬৭২	২,৪৭,৯০,৩৮৫	২৫,১২,০৯৫	১১.২৮%

- বদর উদ্দীন আহম্মেদ কামরানের সম্পদ ২০০৮ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে ১২৪.৭১%; ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ৫৯.৬৩% এবং ২০০৮ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ২৫৮.৭২% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- আরিফুল হক চৌধুরীর সম্পদ ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ১১.২৮% বৃদ্ধি পেয়েছে।

মেয়র প্রার্থীদের নিট সম্পদের চিত্র

রাজশাহী:

এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন:

নির্বাচন-২০০৮	নির্বাচন-২০১৩	হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের ও নির্ভরশীল	নিজের ও নির্ভরশীল		
-৩৮,৮৬,৫০০	১,৫৩,৯৪,৯২৪	১,৯২,৮১,৪২৪	
নির্বাচন-২০১৩	নির্বাচন-২০১৮	হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের ও নির্ভরশীল	নিজের ও নির্ভরশীল		
১,৫৩,৯৪,৯২৪	৩,১১,৫৪,২৭০	১,৫৭,৫৯,৩৪৬	১০২.৩৭%

মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল:

নির্বাচন-২০০৮	নির্বাচন-২০১৩	হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের ও নির্ভরশীল	নিজের ও নির্ভরশীল		
-১,২৮,০০০	৫,২৮,৩৮২	৬,৫৬,৩৮২	
নির্বাচন-২০১৩	নির্বাচন-২০১৮	হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির

নিজের ও নির্ভরশীল	নিজের ও নির্ভরশীল		শতকরা হার
৫,২৮,৩৮২	৫৫,৯৪,১৭০	৫০,৬৫,৭৮৮	৯৫৮.৭৪%

মোঃ হাবিবুর রহমানঃ

নির্বাচন-২০১৩	নির্বাচন-২০১৮	হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির
নিজের ও নির্ভরশীল	নিজের ও নির্ভরশীল		শতকরা হার
৪৩,৮৫,০০০	১২,৫৮,০০০	-৩১,২৭,০০০	-৭১.৩১%

- এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের নিট সম্পদ ২০০৮ সালে ছিল -৩৮,৮৬,৫০০ টাকা, ২০১৩ সালে ছিল ১,৫৩,৯৪,৯২৪ টাকা এবং ২০১৮ সালে ৩,১১,৫৪,২৭০ টাকা। ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে নিট সম্পদ ১০২.৩৭% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুলের ২০০৮ সালে ছিল -১,২৮,০০০ টাকা, ২০১৩ সালে ছিল ১,৫৩,৯৪,৯২৪ টাকা এবং ২০১৮ সালে ৫৫,৯৪,১৭০ টাকা। ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে নিট সম্পদ ৯৫৮.৭৪% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- মোঃ হাবিবুর রহমানের নিট সম্পদ ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে -৭১.৩১% হ্রাস পেয়েছে।

বরিশালঃ

মোঃ মজিবর রহমান সরওয়ারঃ

নির্বাচন-২০০৮	নির্বাচন-২০১৮	হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির
নিজের ও নির্ভরশীল	নিজের ও নির্ভরশীল		শতকরা হার
৩,৪৭,৩৬,৩২৪	৬,২৮,১২,৯২৬	২৮০৭৬৬০২	৮০.৮৩%

আবুল কালাম আজাদঃ

নির্বাচন-২০০৮	নির্বাচন-২০১৮	হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির
নিজের ও নির্ভরশীল	নিজের ও নির্ভরশীল		শতকরা হার
৭৫,২০০	১১,২০,০০০	১০,৪৪,৮০০	১৩৮৯.৩৬%

- মোঃ মজিবর রহমান সরওয়ারের নিট সম্পদ ২০০৮ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ৮০.৩৮% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- আবুল কালাম আজাদের নিট সম্পদ ২০০৮ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ১৩৮৯.৩৬% বৃদ্ধি পেয়েছে।

সিলেটঃ

বদর উদ্দীন আহম্মেদ কামরানঃ

নির্বাচন-২০০৮	নির্বাচন-২০১৩	হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির
নিজের ও নির্ভরশীল	নিজের ও নির্ভরশীল		শতকরা হার
২,২২,৭৮,২৯০	৫,০০,৬২,৬২৪	২,৭৭,৮৪,৩৩৪	১২৪.৭১%
নির্বাচন-২০১৩	নির্বাচন-২০১৮	হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির
নিজের ও নির্ভরশীল	নিজের ও নির্ভরশীল		শতকরা হার
৫,০০,৬২,৬২৪	৭,৩০,৩৫,৩৭০	২,২৯,৭২,৭৪৬	৪৫.৮৯%

আরিফুল হক চৌধুরীঃ

নির্বাচন-২০১৩	নির্বাচন-২০১৮	হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির
নিজের ও নির্ভরশীল	নিজের ও নির্ভরশীল		শতকরা হার
২,০৭,৮৪,০০৬	৫৪,১০,০৮২	-১,৫৩,৭৩,৯২৪	-৭৩.৯৭%

- বদর উদ্দীন আহম্মেদ কামরানের নিট সম্পদ ২০০৮ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে ১২৪.৭১%; ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ৪৫.৮৯% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- আরিফুল হক চৌধুরীর সম্পদ ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে -৭৩.৯৭% হ্রাস পেয়েছে।

আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে প্রার্থীদের তথ্যের যে বিশেণ্ডষণ তুলে ধরছি, আমাদের প্রত্যাশা গণমাধ্যমে তা ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও প্রকাশিত হবে এবং কী ধরনের প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সে সম্পর্কে ভোটাররা ধারণা পাবেন। একইসাথে মেয়র প্রার্থীসহ স্ব স্ব এলাকার কাউন্সিলর প্রার্থীদের তথ্য সম্পর্কে তাদের মধ্যে জানার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। এই আগ্রহ থেকেই তারা প্রার্থীদের সম্পর্কে ভালভাবে জেনে, শুনে ও বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। শুধুমাত্র সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে প্রার্থীদের তথ্যের বিশেণ্ডষণ তুলে ধরা বা নির্বাচন সংশিণ্ডষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানানোই নয়, আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে আওয়াজ তোলার জন্য তিনটি সিটি কর্পোরেশনেই বেশ কিছু কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। উলেণ্ডখযোগ্য কর্মসূচিসমূহ হচ্ছে:

- **জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান:** আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে গত ১১ জুলাই ২০১৮ সিলেটে, ১৩ জুলাই ২০১৮ বরিশালে এবং ১৪ জুলাই ২০১৮ রাজশাহীতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীদের এক মঞ্চে এনে 'জনগণের মুখোমুখি' করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম। সিলেটে ৭ মেয়র প্রার্থীর সকলেই, বরিশালে ৭ মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৬ জন এবং রাজশাহীতে ৫ মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৪ জন উপস্থিত ছিলেন। শুধুমাত্র মেয়র প্রার্থীদের নিয়েই নয়, রাজশাহীতে ১৫টি ওয়ার্ডে এবং বরিশাল ও সিলেটে ১০টি করে ওয়ার্ডে সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর প্রার্থীদের নিয়েও 'জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান' আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে স্থানীয় সুজন। অনুষ্ঠানসমূহে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ যেমন তাঁদের ভবিষৎ কর্মসূচি ভোটারদের সামনে তুলে ধরছেন; তেমনি ভোটারাও তাদের প্রত্যাশা তুলে ধরাসহ প্রার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ পাচ্ছেন। পাশাপাশি অনুষ্ঠানসমূহে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা এবং নির্বাচিত হলে জনকল্যাণে ভূমিকা রাখার ব্যাপারে প্রার্থীরা যেমন লিখিত অঙ্গীকার করছেন, ভোটারাও তেমনি প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে অসৎ ও অযোগ্যদের বর্জন করে, সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার ব্যাপারে শপথ করছেন।

- **ভোটারদের মধ্যে তথ্যচিত্র বিতরণ:** সকল মেয়র প্রার্থী কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে তথ্যচিত্র তৈরি করে প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার আহ্বানসহ প্রকাশ করা হয়েছে এবং ভোটারদের মধ্যে তা বিতরণ করা হচ্ছে। একইভাবে যে সকল ওয়ার্ডে 'জনগনের মুখোমুখি অনুষ্ঠান'-এর আয়োজন করা হয়েছে এবং হচ্ছে, সে সকল ওয়ার্ডেও তথ্যচিত্র বিতরণ করা হচ্ছে।

- **ওয়েবসাইটে তথ্যচিত্র সন্নিবেশন:** প্রার্থীদের তথ্যসমূহের ভিত্তিতে প্রণীত তথ্যচিত্র আমরা অতীতের মত আমাদের ওয়েবসাইটে (www.shujan.org) সন্নিবেশিত করছি।

- **সংবাদ সম্মেলন ও গোলটেবিল বৈঠক:** আজকের এই সংবাদ সম্মেলন ছাড়াও অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে গত ২৩ জুলাই ২০১৮ তারিখে রাজশাহী ও বরিশালে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। গত ২৯ জুলাই ২০১৮ তারিখে সিলেটে আয়োজন করা হয় গোলটেবিল বৈঠকের। উক্ত সংবাদ সম্মেলন ও গোলটেবিল বৈঠক থেকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনসহ নির্বাচনসংশিণ্ডষ্টদের প্রতি আহ্বান, সচেতন নাগরিকদের ভূমিকা সম্পর্কিত আহ্বান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচিত করার জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। নির্বাচনের পরেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের তথ্যের বিশেণ্ডষণসহ নির্বাচনের সার্বিক মূল্যায়ন তুলে ধরার জন্য আর একটি সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হবে।

- **মানববন্ধন ও শান্তি পদযাত্রা:** অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে আগামী ২৮ জুলাই ২০১৮ তারিখে, নির্বাচনী প্রচারণার শেষ দিনে একযোগে ৩টি সিটিতেই মানববন্ধন ও শান্তি পদযাত্রার আয়োজন করা হবে।

- **সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে প্রচারণা:** অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে বিভিন্ন আঙ্গিকে ৩টি সিটিতেই প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

- **সাংস্কৃতিক কর্মকা:** সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে আওয়াজ তোলার লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ের সাংস্কৃতিক কর্মীদের মাধ্যমে তিনটি সিটি কর্পোরেশনেই সাংস্কৃতিক কর্মকা'র মধ্য দিয়ে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। প্রতিটি সিটিতেই সাংস্কৃতিক দল পিক-আপে করে সমগ্র সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ঘুরে ঘুরে সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে এই প্রচারণা চালাচ্ছে।

- **প্রচারণায় সোশাল মিডিয়া ব্যবহার:** তফসিল ঘোষণার পর থেকে সুজন-এর ফেসবুক পেইজেও (facebook.com/shujan.bd) প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে বিভিন্নমূখী প্রচারণা চালানো হচ্ছে। পেইজটিতে তিন সিটির মেয়র প্রার্থীদের সাক্ষাতকারও আপলোড করা হয়েছে। এছাড়াও তিনটি মহানগরের ইতিহাস-ঐতিহ্য, মেয়র প্রার্থীদের তথ্যাদি, কী ধরনের প্রার্থীকে জনগণ ভোট দেবেন ইত্যাদি আপলোড করা হয়েছে। আমরা সকলকেই এই প্রচারণার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

প্রধানত দুটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সুজন-এর পক্ষ থেকে নির্বাচনকেন্দ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে, **অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ তথা সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি** এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, **সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে আওয়াজ তোলা**।

উলেণ্ঢখিত উদ্দেশ্যাবলীকে সামনে রেখেই পরিচালিত হচ্ছে আমাদের নির্বাচনকেন্দ্রিক কার্যক্রম। এক্ষেত্রে আমরা কতটুকু সফল হবো তা ভবিষ্যতই বলে দেবে।

শুর" থেকেই উৎসবমূখর পরিবেশে নির্বাচনী প্রচারণা শুর" হলেও আমরা লক্ষ করছি যে, নির্বাচনের মাঠ ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা সত্ত্বেও ফাক ফোকর গলিয়ে গ্রেফতার ও হয়রানি অভিযোগ উঠছে। প্রথম দিক থেকেই মামলা শুর" হয়েছে রাজশাহীতে। এখন সিলেটেও মামলা, গ্রেফতার ও হয়রানি শুর" হয়েছে। রাজশাহীতে পথসভায় ককটেল বিস্ফোরণ হয়েছে এবং এ নিয়ে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উঠেছে। সিলেটে নির্বাচনী ক্যাম্পে আগুন দেয়ার ঘটনা ঘটেছে এবং থানা থেকে আটককৃত কর্মীদের ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য জনৈক মেয়র প্রার্থীকে থানার সামনে অবস্থান নিতে দেখা গিয়েছে। বরিশালে নাশকতার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে গোয়েন্দা বাহিনী। এই ঘটনাগুলো একদিকে যেমন ভোটারদের উদ্বেগ বাড়িয়ে দিচ্ছে, পাশাপাশি তারা অনেক ধরনের সন্দেহের দোলাচলেও রয়েছেন।

আচরণবিধি ভঙ্গের বিষয়গুলোও আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলছে। ইতোমধ্যেই একজন সিটি মেয়র ও কয়েক জন সংসদ সদস্যকে আচরণবিধি ভঙ্গ করে প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণায় নামতে দেখা গিয়েছে। আচরণবিধি লঙ্ঘন করে প্রচারণায় দেখা গিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ, সিভিল সার্জন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টারসহ অসংখ্য সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারিকে। একটি সিটিতে প্রচারণায় নেমেছে নার্সেস এসোসিয়েশন। মিছিল নিষিদ্ধ হলেও প্রত্যেক সিটিতেই প্রথম থেকেই মিছিল করছেন প্রার্থীরা। এইসব আচরণবিধি ভঙ্গের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কার্যকর কোনো তৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। ফলে নির্বাচন কমিশনের প্রতি ভোটারদের আস্থা নষ্ট হচ্ছে।

নির্বাচন প্রসঙ্গে সংশিণ্টষ্ট সকলের মনে রাখা উচিত যে, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রণীত আমাদের সংবিধান অনুযায়ী **প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ**। কিন্তু এই জনগণ বা মালিকরা সরাসরি দেশ পরিচালনা বা আইনি বিধান বলে সৃষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনায় অংশ নেয় না। মালিকরা রাষ্ট্র পরিচালনাসহ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা করে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে। তারা প্রতিনিধি নির্বাচন করে নিজেদের স্বার্থে, নিজেদের কল্যাণের জন্য। আর **এই জনপ্রতিনিধি বাছাইয়ের পদ্ধতিই হচ্ছে নির্বাচন**। এই পদ্ধতি যদি সঠিক হয়, তবে প্রকৃত জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন। আর যদি সঠিক প্রক্রিয়ায় প্রতিনিধি নির্বাচিত না হয়, তবে মালিকরা তাদের প্রকৃত প্রতিনিধি পান না। সে ক্ষেত্রে জনগণ তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে রাষ্ট্র বা সেবাদানকারী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা করছে একথা বলা যাবে না। তাই, সুষ্ঠু নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই।

সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে আমরা আন্ড়র্জাতিকভাবেও অঙ্গীকারাবদ্ধ। কারণ আমরা 'সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ' ও International Covenant on Civil and Political Rights-এ স্বাক্ষরদাতা। আন্ড়র্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করতে হলে আমাদেরকে এসব আন্ড়র্জাতিক আইন এবং চুক্তিও মেনে চলতে হয়। আন্ড়র্জাতিক আইন ও চুক্তি অনুযায়ী সুষ্ঠু নির্বাচনের কতগুলো পূর্বশর্ত রয়েছে। যেমন: ভোটার হওয়ার উপযুক্ত সকল ব্যক্তি ভোটার তালিকায় অন্ড়র্ভুক্ত হতে পেরেছেন; যারা প্রার্থী হতে আগ্রহী, তাঁরা প্রার্থী হতে পেরেছেন; প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের কারণে ভোটারদের সামনে যথেষ্ট বিকল্প প্রার্থী ছিল; ভোট প্রদানে আগ্রহীরা নির্বিঘ্নে ও স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পেরেছেন; ভোট গণনা ও ফলাফল প্রকাশ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ছিল এবং ভোট গ্রহণের পুরো প্রক্রিয়া ছিল স্বচ্ছ, কারসাজিমুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য।

আমরা মনে করি নারায়ণগঞ্জ, কুমিলণ্ঢা ও রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর নির্বাচন কমিশনের প্রতি মানুষের যে আস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তা কমিশন ধরে রাখতে পারেনি। নির্বাচন কমিশনকে বিবেচনায় রাখতে হবে যে, কয়েক মাসের মধ্যেই আমাদের জাতীয় নির্বাচন এবং জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনই সম্ভবত সর্বশেষ বড় নির্বাচন। সঙ্গত কারণেই সারাদেশের সচেতন নাগরিকদের দৃষ্টি থাকবে এই নির্বাচনের দিকে। এই নির্বাচনগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলে জনগণের কাছে একাদশ জাতীয় নির্বাচন সম্পর্কে ইতিবাচক বার্তা দেবে। অপরদিকে এই নির্বাচন যদি খুলনা ও গাজীপুরের মত প্রশ্নবিদ্ধ হয়, তবে তা দেবে নেতিবাচক বার্তা ।

আমরা জানি যে, অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও অর্থবহ একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সরকারের সদিচ্ছা প্রধানতম পূর্বশর্ত। এছাড়াও রাজনৈতিক দল, নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যম, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী ও সমর্থক এবং ভোটারদেরও রয়েছে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা। নির্বাচন কমিশনকে তার দায়-দায়িত্ব এবং আগামী দিনগুলোর কথা বিবেচনায় রেখে সরকারসহ সংশিণ্টষ্ট সকলের সমন্বিত উদ্যোগ নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে এই নির্বাচন যথাযথভাবে পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এজন্য নির্বাচন সংক্রান্ড় সব কিছুই কমিশনের কার্যকর নিয়ন্ত্রনে আনতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারের সহযোগিতা না পাওয়া গেলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন কখনই সম্ভব হবে না। তাই বিষয়টি নিয়ে সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করা উচিত নির্বাচন কমিশনের। যদি ইতিবাচক সাড়া পাওয়া না যায়, তবে প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের দায় না নিয়ে, আগেই নির্বাচন আয়োজনে অপারগতা প্রকাশ করা উচিত কমিশনের ।

পরিশেষে, হতাশ হওয়ার অনেক কারণ থাকলেও, আমরা আশাবাদী হতে চাই। আমরা প্রত্যক্ষ করতে চাই যে, আসন্ন রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্ড়িপূর্ণ তথা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।